মেকিয়াভেলি সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন অবস্থান			
নাম	ব্যারন, পোকক স্কিনার	হার্ভে ম্যান্সফিল্ড, ফ্রেডেরিকো সাবোদ, ডেভিড মুর	আমাদের বক্তব্য
মেকিয়াভেলির প্রতিনিধিত্বমূলক বই	ডিসকোর্স	প্রিন্স	ডিসকোর্স এবং প্রিন্স
মানবতাবাদী ছিলেন কি?	হ্যাঁ	না	তিনি ছিলেন দুই যুগের মধ্যবর্তী অবস্থানে।
মূল বক্তব্য	মানবতাবাদীরা রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার পক্ষপাতী, যা প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সম্ভব। মেটারনিক তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বই ডিসকোর্স-এ প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য তুলে ধরেছেন। এই অর্থে তাঁকে মানবতাবাদী বলা যায়	তিনি ছিলেন প্রথম আধুনিক রাজনীতিবিদ যিনি বাস্তববাদী রাজনীতিচর্চার সূচনা করেছিলেন	তাঁর মানবকেন্দ্রিক রাজনীতি চর্চার সূচনা হয়েছে মানবতাবাদী প্রভাবেই কিন্তু মেকিয়াভেলি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা গড়ে তোলেন।

মডেল প্রশ্নঃ -

মেকিয়াভেলি কি রেনেসাঁসের একজন আদর্শ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন?

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকের ইতালি ছিল বৈপরীত্যে পরিপূর্ণ। একদিকে রেনেসাঁসের স্থাপত্য ও শিল্পের চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য, মানবতাবাদী দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদদের মেধাবী বিশ্লেষণ আর অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। ফ্রান্স বা স্পেনের মতো শক্তিশালী প্রতিবেশীর আগ্রাসী মনোভাব ক্ষমতালোভী পোপ ও ইতালীয় একনায়কদের আক্রমনের আশংকা। তারই মধ্যে রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক নগররাষ্ট্রগুলির নিজেদের স্বাধীন অস্তিত্বকে টিঁকিয়ে রাখার আন্তরিক

প্রয়াস। এইরকমই একটি নগররাষ্ট্র ফ্লোরেন্সের বাসিন্দা ছিলেন বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ নিকোলো মেকিয়াভেলি।

ফ্লোরেন্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১১১৫ অব্দে। ধারাবাহিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে সেখানে ১৪৩৪ অব্দে মেদিচি পরিবারের স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪৯৪ অব্দ থেকে ১৫১২ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে মেদিচি পরিবারের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গিয়েছিল প্রজাতন্ত্রের হাতে। ১৫১২ অব্দে মেদিচি পরিবার আবার ক্ষমতা দখল করে। ১৫২৭ অব্দে মেকিয়াভেলির মৃত্যু পর্যন্ত ফ্লোরেন্সে মেদিচি পরিবারই ক্ষমতাসীন ছিল।

মেকিয়াভেলি ১৪৯৮ অব্দে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৫০৩ থেকে ১৫০৬ অব্দের মধ্যে তিনি নগর প্রতিরক্ষারও দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু ১৫১২ অব্দে মেদিচিরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এলে মেকিয়াভেলি তাঁর চাকরি হারান, কারারুদ্ধ হন এবং মুক্তির পরেও তাঁকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। নির্বাসিত অবস্থায় মেকিয়াভেলি লিখলেন তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা, রাষ্ট্রের সমস্যার কথা এবং রাজতন্ত্রের অধীনে রাষ্ট্র কীভাবে এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবে তার বয়ান। গ্রন্থের নাম প্রিন্স। এই গ্রন্থটিই তাঁর সবচেয়ে পরিচিত রচনা যা তাঁকে খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই জুগিয়েছে। এই বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন মেদিচি পরিবারের প্রধান গ্রুলিয়ানো দা মেদিচি এবং তাঁর মৃত্যুর পরে লোরেঞ্জো দা মেদিচিকে। সম্ভবত শাসক মেদিচি পরিবারের সুনজরে এসে পুনরায় ফ্লোরেন্সের রাজনীতির মূলস্রোতে ফিরে আসার বাসনাই তাঁকে এই উৎসর্গ করতে উৎসাহিত করেছিল।

প্রিন্সের পাশাপাশি তিনি আরও দুটি বই লিখেছিলেন 1) Discourses on the First Ten Books of Titus Livius বইটি ডিসকোর্স নামেই পরিচিত। 2) Art of War ডিসকোর্সেস নামের বইটিতে প্রজাতান্ত্রিক যুগের রোমের ইতিহাসের সাফল্যকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বইতে। এই কারণে কেউ কেউ প্রিন্স এবং ডিসকোর্সেস বইদুটিকে পরস্পর বিরোধী বলেছেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে মেকিয়াভেলির সামগ্রিক রাষ্ট্রচিন্তা এই তিনটি বইকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

মেকিয়াভেলির সঙ্গে মানবতাবাদী বা রেনেসাঁস-এর ভাবনার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন বহু গবেষক। তাঁদের রচনাগুলিকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ

প্রথম মত অনুযায়ী, মেকিয়াভেলি একজন মানবতাবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদ।পরিণত বয়েসের রচনা ডিসকোর্সেস গ্রন্থটির মধ্যেই তাঁর ভাবনার প্রধান সুত্রগুলি পাওয়া যায়। সাধারণভাবে মানবতাবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদরা লিবার্টি বা স্বাধীনতার ধারণাটিকে গৌরবান্বিত করেছেন। স্বাধীনতা দুটি অর্থে। একদিকে বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রের মুক্তি। অন্যদিকে নিজের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রতিটি নাগরিকের স্বাধীনতা। এই দুটি অর্থে স্বাধীনতা একমাত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে দিয়েই পাওয়া সম্ভব। মেকিয়াভেলি এই প্রজাতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। ডিসকোর্সেস বইটিতে দেখান হয়েছে প্রজাতান্ত্রিক যুগে রোম কী ধরনের রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন করেছিল এবং প্রজাতন্ত্রের পতনের পর কীভাবে রোমান সভ্যতায় সংকটের সূত্রপাত হয়েছে। এই রচনায় প্রজাতন্ত্রের প্রতি মেকিয়াভেলির স্পষ্ট পক্ষপাতের কথা উল্লেখ করে, বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় রেনেসাঁসের বিখ্যাত গবেষক হ্যান্স ব্যারন প্রথম মেকিয়াভেলিকে মানবতাবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদ হিসেবে বর্ণনা করেন। হ্যান্স ব্যারনের পরবর্তীকালে জন পোকক, কুইন্টিন স্কিনার প্রভৃতি বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ ব্যারনের ধারণাটিরই বিস্তার ঘটিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, ব্যারন, পোকক বা স্কিনার মেকিয়াভেলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক মত পোষণ করেননি। এমনকি ব্যারন নিজেও তিরিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশকের মধ্যে মেকিয়াভেলি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন বদল করেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই মেকিয়াভেলিকে মানবতাবাদী দর্শনের উত্তরাধিকারী হিসেবেই মনে করেন।

দ্বিতীয় মত অনুযায়ী মেকিয়াভেলি হলেন সম্পূর্ণ মৌলিক এবং আধুনিক রাষ্ট্রনীতিবিদ। তিনিই পাশ্চাত্যের প্রথম রাষ্ট্রনীতিবিদ, যিনি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও কর্মপন্থার আলোচনায় নীতি বা আদর্শের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে একটি বাস্তববাদী রাষ্ট্রনীতির কথা তুলে ধরেন (হার্ভে ম্যান্সফিল্ড, ফ্রেডেরিকো সাবোদ (Frederico Chabod)ডেভিড মুর প্রভৃতি। এই সমস্ত গবেষকেরা ডিসকোর্সের প্রজাতান্ত্রিক পক্ষপাতের বদলে মেকিয়াভেলির প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা মনে করেছেন প্রিন্স-কে। যেখানে মেকিয়াভেলি ইতিহাসের উদাহরণ ব্যবহার করে দেখিয়েছেন রোমান রাষ্ট্রনীতিবিদ সিসেরো বর্ণিত, উদারতা, সততা, ক্ষমা ও ভালবাসার তুলনায়, কৃপণতা,শঠতা, নিষ্ঠুরতা ও ভয় রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে

বেশি প্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার ফ্লোরেন্সে মেকিয়াভেলির পূর্বসুরী বিখ্যাত মানবতাবাদী লিওনার্দো ব্রুনি কিন্তু রাষ্ট্রনায়কের গুণাবলীর আলোচনায় সিসেরোর মতই গ্রহণ করেছিলেন। অর্থাৎ মেকিয়াভেলি তাঁর লেখায় কেবল সিসেরোর মত খণ্ডন করছেন না, অন্য মানবতাবাদী দার্শনিকদের মতেরও বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। এই কারণে তাঁকে মানবতাবাদী দার্শনিক বলা চলে না।

এই দুটি মতের সংযোগ ঘটিয়ে আমরা অবশ্য একটি তৃতীয় মতের কথাও ভাবতে পারি (Machiavelli's Critique Of Humanism And The Ambivalences Of Modernity-Hanan Yoran)। মেকিয়াভেলিকে আমরা দেখতে পারি দুই যুগের রাষ্ট্রনীতির মধ্যেকার একটি সেতু হিসেবে। তাঁর পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনীতিতে, রাজার দৈব অধিকার, ধর্মীয় ও মানবিক নীতি ও আদর্শের প্রাধান্য, তাঁর পরবর্তী রাষ্ট্রনীতিতে প্রকৃতির রাজত্ব, প্রাকৃতিক আইন ও সামাজিক চুক্তির কথা। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্তরে তিনি তুলে ধরছেন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা। যে রাষ্ট্র প্রজাতান্ত্রিক অথবা রাজতান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য এক নিজের রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পথ অবলম্বন । এই প্রসঙ্গে আমরা মনে করতে পারি, মানবতাবাদীরা ইহজাগতিক বিষয়ে মানুষের কেন্দ্রীয় ভূমিকার কথা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে চর্চার সূচনা করেছেন মেকিয়াভেলি তার প্রয়োগের মাধ্যমেই বাস্তববাদী রাজনৈতিক চর্চার সূত্রপাত করেছিলেন।

মেকিয়াভেলির লেখা বইঃ

দা প্রিন্স

https://archive.org/details/princemac00machuoft

ডিসকোর্সেস অন লিভিয়াস টাইটাস

https://archive.org/details/machiavellidiscourseschi.epub

মেকিয়াভেলি বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই

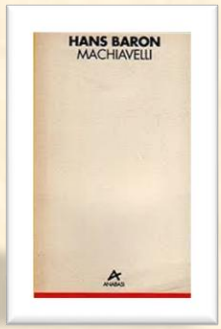

Hans Baron: Machiavelli

Hans Baron: In Search of Florentine Civic Humanism Volume 2

J.G.A Pocock: The Machiavellian Moment

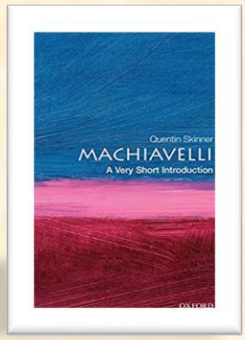

Quentin Skinner: Machiavelli: A very short introduction

AUKM

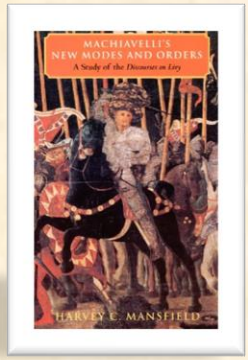

Harvey C Mansfield: New Modes and Orders: A study on the Discourses on Livy

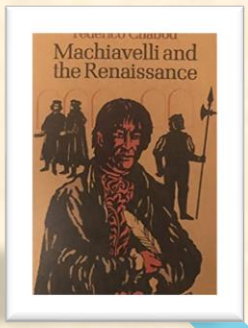

Frederico Chabod: Machiavelli and the renaissance

PREPARED BY:

DEPARTMENT OF HISTORY

AMDANGA JUGAL KISHORE MAHAVIDYALAYA

AJKM